

## 📖 নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাদানী জীবন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

মক্কা বিজয়ের গুরুত্ব (أهمية فتح مكة)

(১) ৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়াহর সন্ধিকে আল্লাহ 'ফাতহুম মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয় অভিহিত করে যে আয়াত নাযিল করেছিলেন (ফাৎহ ৪৮/১), ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় ছিল তার বাস্তব রূপ। প্রকৃত অর্থে মক্কা বিজয় ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যে ফায়ছালাকারী বিজয়, যা মুশরিক নেতাদের অহংকার চূর্ণ করে দেয় এবং মক্কা ও আরব উপদ্বীপ থেকে শিরক নিশ্চিহ্ন করে দেয়। যা অদ্যাবধি সেখানে আর ফিরে আসেনি। ইনশাআল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসবে না।

(২) মক্কা বিজয়ের ফলে মুসলমানদের শক্তিমত্তা এবং সেই সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা সকলকে মাথা নত করতে বাধ্য করে।

(৩) মক্কা বিজয়ের ফলে ইসলাম কবুলকারীর সংখ্যা বিপুল হারে বেড়ে যায়। ফলে মাত্র ১৯ দিন পরে হোনায়েন যুদ্ধে গমনের সময় মক্কা থেকেই নতুন দু'হাজার সৈন্য মুসলিম বাহিনীতে যুক্ত হয়। যাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানসহ মক্কার বড় বড় নেতারা शामिल ছিলেন। যারা কিছুদিন আগেও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

(৪) মক্কা বিজয়ের ফলে সমগ্র আরব উপদ্বীপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে এসে যায়। যা এতদিন মক্কার মুশরিকদের একচ্ছত্র অধিকারে ছিল।

(৫) মক্কা বিজয়ের ফলে আরব উপদ্বীপে মদীনার ইসলামী খেলাফত অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ফলে বাইরের পরাশক্তি ক্বায়ছার ও কিসরা তথা রোমক ও পারসিক শক্তি ব্যতীত তৎকালীন বিশ্বে মদীনার তুলনীয় কোন শক্তি আর অবশিষ্ট রইল না। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী উক্ত দুই পরাশক্তি খেলাফতে রাশেদাহর যুগে মুসলিম শক্তির নিকটে পর্যুদস্ত হয় এবং মদীনার ইসলামী খেলাফত একমাত্র বিশ্বশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

🔗 Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5600>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন